পরীক্ষার কারণ

তাওহীদের পতাকা (আমানত)

আমি আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হল; কিন্তু মানুষ তা বহণ করল। নিশ্চয় সে জালেম- অজ্ঞ। - (সূরা আল আহজাবঃ ৭২)

পরীক্ষার বিষয়

ক. নবীওয়ালা দাওয়াত

তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নিধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। আপনি মূশরেকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানান, তা তাদের কাছে দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন। - (সুরা আশ শুরাঃ ১৩)

খ. মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণ

আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয় এবং তোমার রব যদি চাইতেন, তবে তারা তা করত না। সুতরাং তুমি তাদেরকে ও তারা যে মিথ্যা রটায়, তা ত্যাগ কর। - (সুরা আল আনআমঃ ১১২)

<u>পরীক্ষার বিষয় ব্যাখ্যা</u>

ক. দাওয়াতকে প্রকাশ ও সুপরিচিত করা

আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে। - (সুরা নাহলঃ ১২৫)

খ. আল্লাহ্‌র শত্রুদের বিরুদ্ধে আপোষহীন শত্রুতা

তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। - (সূরা আল মুমতাহিনাঃ ৪)

<u>পরীক্ষার মাধ্যম</u>

তাগুতের হাত

১) বুদ্ধিজীবী বাহিনী। উদাহারণঃ নাস্তিক, সুশীল সমাজ ইত্যাদি।

২) সামরিক বাহিনী। উদাহারণঃ সিআইএ, র‍্যাব ইত্যাদি।

পরীক্ষার উত্তরপত্র

ক. দাওয়াহ ইলাল্লাহ

আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে। - (সুরা নাহলঃ ১২৫)

খ. জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ

তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না। - (সুরা বাকারাঃ ২১৬)

সাজেশন

ক. তাওয়াক্কুল

যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। - (সুরা তালাকঃ ২-৩)

খ. দুয়া

আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে। - (সুরা বাকারাঃ ১৮৬)

গ. যিকির

যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। (বলে) ‘হে আমাদের রব, তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র মহান। সুতরাং তুমি আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর’। - (সুরা আলে ইমরানঃ ১৯১)

ঘ. ফিকির

যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। (বলে) ‘হে আমাদের রব, তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র মহান। সুতরাং তুমি আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর’। - (সুরা আলে ইমরানঃ ১৯১)

ঙ. তাকওয়া

হে বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করোনা। - (সুরা আলে ইমরানঃ ১০২)

চ. তাহাজ্জুদ ও তিলাওয়াত

হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রিতে দন্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে। অর্ধরাত্রি অথবা তদাপেক্ষা কিছু কম। অথবা তদাপেক্ষা বেশি এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যাস্ত ভাবে ও স্পস্টভাবে। আমি আপনার উপর অবতীর্ন করছি গুরুত্বপূর্ণ বানী। - (সুরা আল মুজাম্মিলঃ ১-৫)

মুনাফিক

এরাই হল সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করেছে এবং খরিদ করেছে ক্ষমা ও অনুগ্রহের বিনিময়ে আযাব। অতএব, তারা দোযখের উপর কেমন ধৈর্য্য ধারণকারী। - (সুরা বাকারাঃ ১৭৫)

<u>মুনাফিকির কারণঃ</u>

- **আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তাগুতকে বেশি ভয় করা**

ক. যখন যন্ত্রণা আসেঃ কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি; কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহর আযাবের মত মনে করে। যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন সাহায্য আসে তখন তারা বলতে থাকে, আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম। বিশ্ববাসীর অন্তরে যা আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন? – (সুরা আনকাবুতঃ ১০)

খ. যখন ভাগ্যে বিপর্যয় আসেঃ (হে নবী!) বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে অর্থাৎ কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে তারা একে-অপরের চেয়ে বেশি অগ্রসর হয়। তারা (এ কাজের সাফাই দিতে গিয়ে) বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই (ফলে কাফেরদের সাহায্য আমাদের দরকার হতে পারে)। অতএব, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে মুসলমানদের অনুকূলে কোন নির্দেশ দেবেন-ফলে এইসব মোনাফেকরা তাদের গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে। - (সুরা মায়েদাঃ ৫২)

গ. যখন যুদ্ধের বিধান আসেঃ আপনি কি তাদের দেখেননি, যাদেরকে (মক্কায়) বলা হয়েছিল তোমরা জিহাদ থেকে তোমাদের হাতকে নিবৃত রাখ, শুধু নামাজ পড় এবং যাকাত দাও, (তখন তারা প্রতিবাদী হয়েছিল ও যুদ্ধের দাবি জানিয়েছিল।) কিন্তু যখন মদীনায় তাদেরকে জিহাদের আদেশ দেয়া হলো, তখন তাদের এক দল জনগণকে এমন ভয় করতে আরম্ভ করলো যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে, এমন কি তার চেয়েও বেশি ভয়। তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক, কেন আমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দিলে? কেন আমাদেরকে আরো কিছুকাল অবসর দিলে না? হে নবী আপনি তাদের বলুন,পার্থিব জীবন খুবই সামান্য এবং খোদাভীরুদের জন্য পরকালই কল্যাণকর। তোমাদের ওপর সামান্য পরিমাণ জুলুমও করা হবে না। - (সূরা আন নিসাঃ ৭৭)

ঘ. যখন যুদ্ধে জয় দেরীতে আসেঃ এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও রসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ নয়। - (সুরা আল আহজাবঃ ১২)

- **দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, আরাম-আয়েশের প্রতি আকর্ষণ ও ত্যাগ স্বীকারে অনিচ্ছা**

ক. যখন ত্যাগ স্বীকারের প্রশ্ন আসেঃ যারা কৃপণতা করে ও মানুষকে কৃপণতার শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দান করেছেন তা গোপন করে, আল্লাহ্ তাদের ভালোবাসেন না। তিনি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। - (সূরা আন নিসাঃ ৩৭)

খ. দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ছাড়ার প্রশ্ন আসেঃ যারা মুমিন, তারা বলেঃ একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জেহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্যে। - (সূরা মুহাম্মদঃ ২০)

গ. যখন আরাম আয়েশ ছাড়ার প্রশ্ন আসেঃ আপনি কি তাদের দেখেননি, যাদেরকে (মক্কায়) বলা হয়েছিল তোমরা জিহাদ থেকে তোমাদের হাতকে নিবৃত রাখ, শুধু নামাজ পড় এবং যাকাত দাও, (তখন তারা প্রতিবাদী হয়েছিল ও যুদ্ধের দাবি জানিয়েছিল।) কিন্তু যখন মদীনায় তাদেরকে জিহাদের আদেশ দেয়া হলো, তখন তাদের এক দল জনগণকে এমন ভয় করতে আরম্ভ করলো যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে, এমন কি তার চেয়েও বেশি ভয়। তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক, কেন আমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দিলে? কেন আমাদেরকে আরো কিছুকাল অবসর দিলে না? হে নবী আপনি তাদের বলুন,পার্থিব জীবন খুবই সামান্য এবং খোদাভীরুদের জন্য পরকালই কল্যাণকর। তোমাদের ওপর সামান্য পরিমাণ জুলুমও করা হবে না। - (সূরা আন নিসাঃ ৭৭)

- **বুদ্ধি ও হৃদয়ে কমলতার অভাব**

ক. অন্তর পাষাণ হওয়ার কারণেঃ এটা এ জন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে, তিনি তা পরীক্ষা স্বরূপ করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং যারা পাষাণ-হৃদয়। নিশ্চয় অত্যাচারীরা চরম বিরোধিতায় রয়েছে। - (সূরা হাজ্জঃ ৫৩)

খ. ইন্দ্রিয় বন্ধ হওয়ার কারণেঃ তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না। - (সূরা বাকারাহঃ ১৮)

গ. আল্লাহ্‌র সাথে ধোঁকাবাজি করার কারণেঃ মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায়। অথচ আল্লাহ্ তাদের (কাজের শাস্তি হিসেবে) প্রতারিত করেন। তারা যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন তারা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মত শিথিলচিত্তে দাঁড়ায়, তারা লোকদের দেখানোর জন্যই নামাজে দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। - (সূরা আন নিসাঃ ১৪২)

<u>মুনাফিকদের অজুহাত</u>

১) আমাদের ছেড়ে দাও, আমাদের ফিতনায় ফেল নাঃ আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শোনে রাখ, তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে। - (সুরা আত তাওবাঃ ৪৯)

২) গরমের মধ্যে অভিযানে বের হব নাঃ যারা আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত থাকল, (তাবুক যুদ্ধের সময়) ঘরে বসে থাকাতেই আনন্দ লাভ করল, তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপছন্দ করলো এবং (অন্যদেরকে) তারা বললো, গরমের মধ্যে অভিযানে বের হবে না, বলে দিন উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তাদের বিবেচনা শক্তি থাকত। - (সুরা আত তাওবাঃ ৮১)

৩) যদি যুদ্ধ হবে জানতাম তবে নিশ্চিতভাবে আমরা থাকতামঃ এবং তাদেরকে যাতে সনাক্ত করা যায় যারা মুনাফিক ছিল। আর তাদেরকে বলা হল এসো, আল্লাহর রাহে লড়াই কর কিংবা শত্রুদিগকে প্রতিহত কর। তারা বলেছিল, আমরা যদি জানতাম যে, লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। সে দিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে বস্তুতঃ আল্লাহ ভালভাবে জানেন তারা যা কিছু গোপন করে থাকে। - (সুরা আলে ইমরানঃ ১৬৭)

৪) আমরা অবকাশ চাইঃ আপনি কি তাদের দেখেননি, যাদেরকে (মক্কায়) বলা হয়েছিল তোমরা জিহাদ থেকে তোমাদের হাতকে নিবৃত রাখ, শুধু নামাজ পড় এবং যাকাত দাও, (তখন তারা প্রতিবাদী হয়েছিল ও যুদ্ধের দাবি জানিয়েছিল।) কিন্তু যখন মদীনায় তাদেরকে জিহাদের আদেশ দেয়া হলো, তখন তাদের এক দল জনগণকে এমন ভয় করতে আরম্ভ করলো যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে, এমন কি তার চেয়েও বেশি ভয়। তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক, কেন আমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দিলে? কেন আমাদেরকে আরো কিছুকাল অবসর দিলে না? হে নবী আপনি তাদের বলুন, পার্থিব জীবন খুবই সামান্য এবং খোদাভীরুদের জন্য পরকালই কল্যাণকর। তোমাদের ওপর সামান্য পরিমাণ জুলুমও করা হবে না। - (সূরা আন নিসাঃ ৭৭)

৫) তাদের দ্বীন তাদের বিভ্রান্ত করেছেঃ স্মরণ কর, মুনাফেক বা কপট এবং অসুস্থ অন্তরের মানুষরা বলে, ধর্মই মুসলমানদেরকে অহংকারী করেছে, কেউ আল্লাহর ওপর নির্ভর করলে আল্লাহ তো পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়। - (সূরা আল আনফালঃ ৪৯)

৬) বোকার মত কি আমরা ঈমান আনবঃ আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলে, আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মত! মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না। - (সূরা আল বাকারাঃ ১৩)

৭) এখানে তোমাদের কোন স্থান নেইঃ আর যখন তাদের একদল বলেছিল, 'হে ইয়াসরিববাসী, এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই, তাই তোমরা ফিরে যাও'। আর তাদের একদল নবীর কাছে অনুমতি চেয়ে বলছিল, আমাদের বাড়ি-ঘর অরক্ষিত, অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। আসলে পালিয়ে যাওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। - (সূরা আল আহযাবঃ ১৩)

৮) আমাদের ধনসম্পদ ও পরিবার আমাদের ব্যস্ত রেখেছেঃ মরুবাসীদের মধ্যে যারা গৃহে বসে রয়েছে, তারা আপনাকে বলবেঃ আমরা আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব, আমাদের পাপ মার্জনা করান। তারা মুখে এমন কথা বলবে, যা তাদের অন্তরে নেই। বলুনঃ আল্লাহ তোমাদের ক্ষতি অথবা উপকার সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাকে বিরত রাখতে পারে? বরং তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয় পরিপূর্ণ জ্ঞাত। - (সূরা আল ফাতহঃ ১১)

৯) আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিতঃ আর যখন তাদের একদল বলেছিল, 'হে ইয়াসরিববাসী, এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই, তাই তোমরা ফিরে যাও'। আর তাদের একদল নবীর কাছে অনুমতি চেয়ে বলছিল, আমাদের বাড়ি-ঘর অরক্ষিত, অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। আসলে পালিয়ে যাওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। - (সূরা আল আহযাবঃ ১৩)

মুমিন

মুমিন ২ প্রকারঃ

১) সামনের কাতারের মুমিনঃ সুতরাং যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে, তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করুক এবং যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে তারা শহীদ হোক কিংবা বিজয়ী হোক আল্লাহ তাদেরকে মহাপুরস্কার দান করবেন। - (সূরা আন নিসাঃ ৭৪)

২) পিছনের কাতারের মুমিনঃ একটা সময় আসবে যখন একজন মুসলিমের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হবে তার ভেড়ার পাল, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় চলে যাবে বা যেখানে বৃষ্টিপাত হয় সেখানে চলে যাবে, যাতে সে তার দ্বীনকে ফিতনা থেকে বাঁচাতে পারবে। - (বুখারি)

মানবজাতি
কাফির
মুমিন
মুনাফিক
মুমিন
সামনের কাতারের মুমিন
পেছনের কাতারের মুমিন
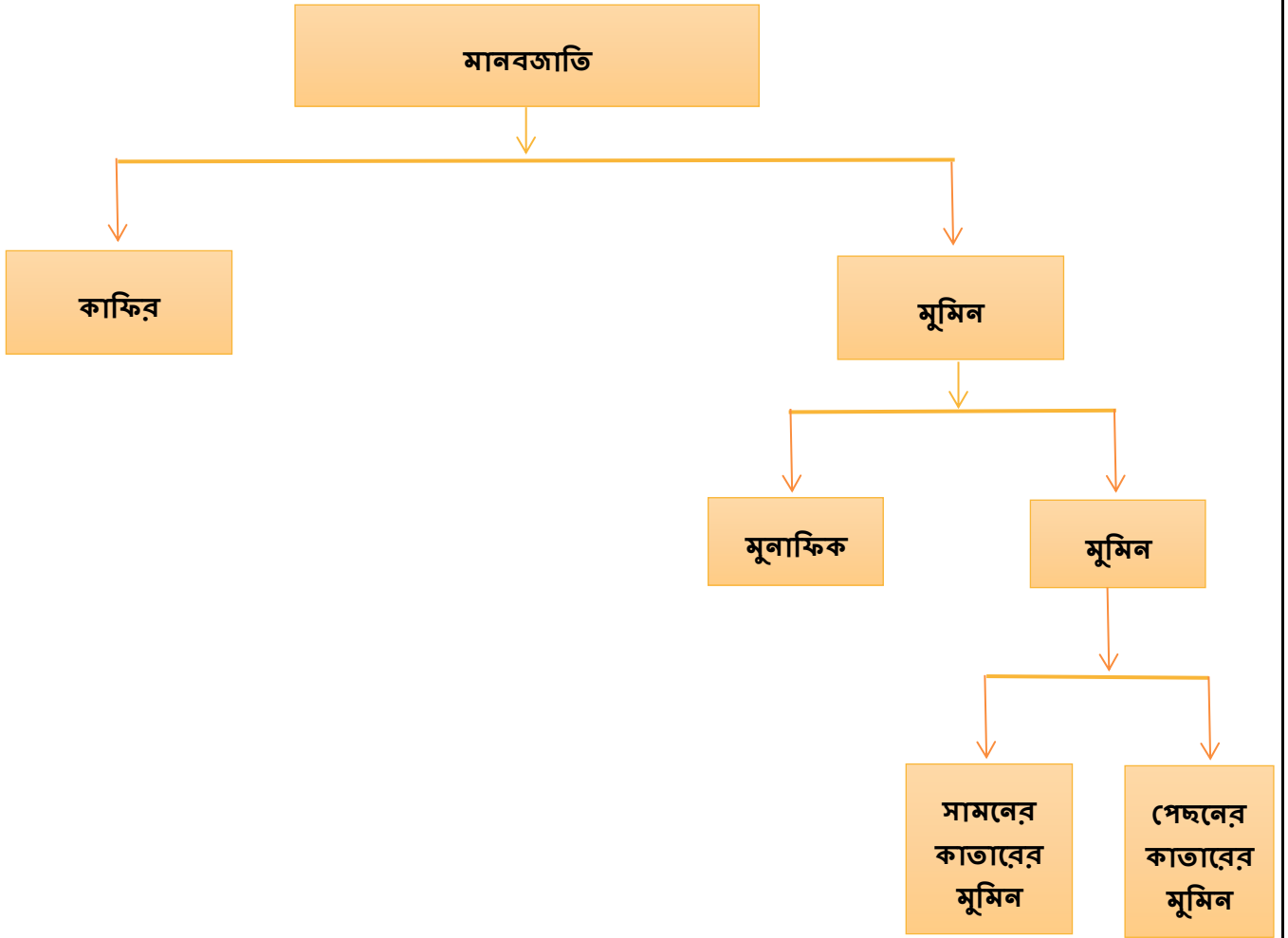
দ্বীনের ভিত্তি

ভিত্তিঃ আল্লাহ্‌র সাথে ব্যাক্তির আচরণ সম্পর্কিত

মূলনীতিঃ ব্যাক্তির সাথে অন্যের আচরণ সম্পর্কিত
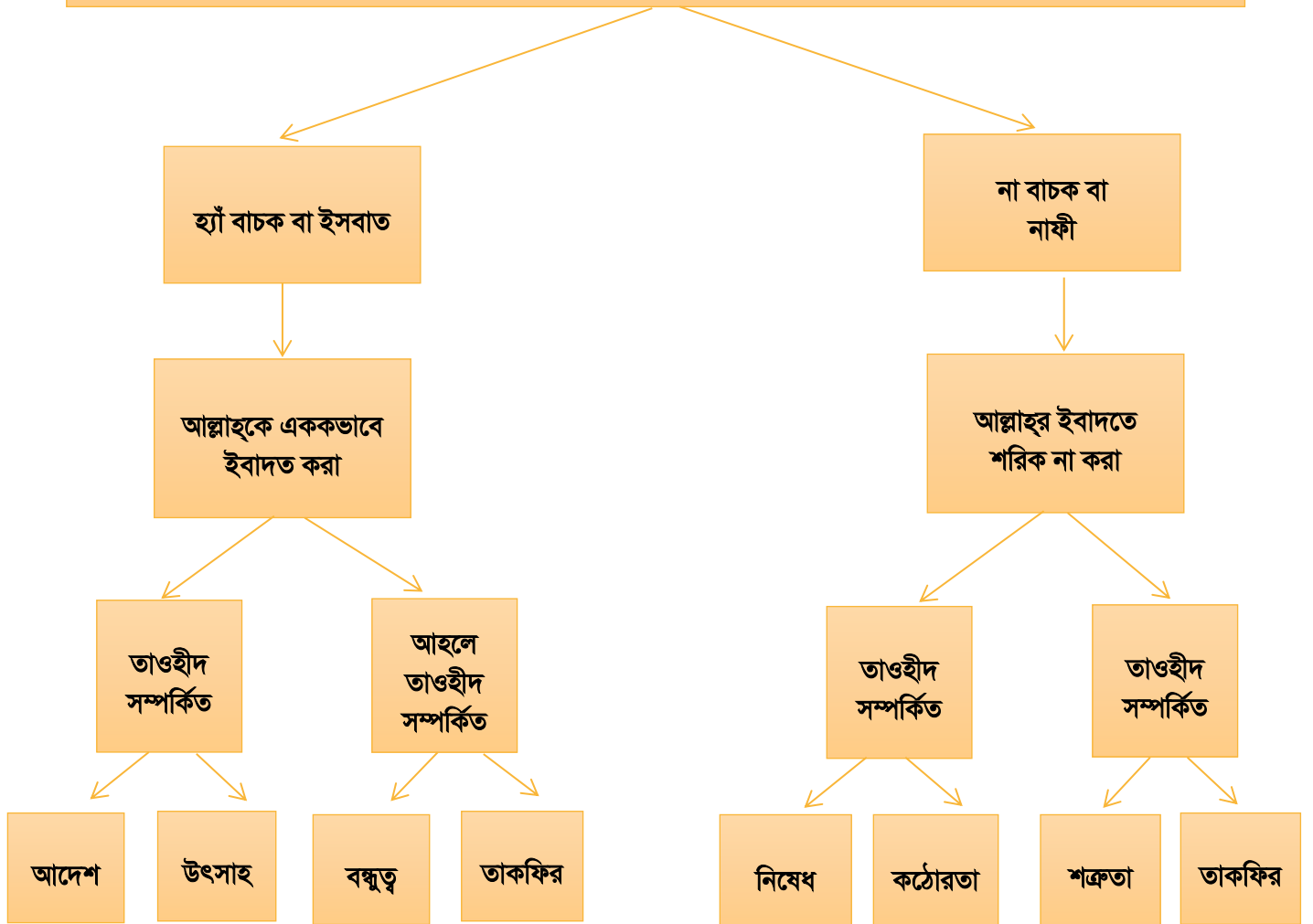
১) আদেশঃ বলুনঃ `হে আহলে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস-যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান-যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, `সাক্ষী থাক আমরা তো অনুগত। - (সুরা আলে ইমরানঃ ৬৪)

২) উৎসাহঃ আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে। - (সুরা নাহলঃ ১২৫)

৩) বন্ধুত্বঃ আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাগালানো প্রাচীর। - (সূরা আছ-ছফঃ ৪)

৪) তাকফিরঃ বলুন, হে কাফেরকূল, আমি এবাদত করিনা, তোমরা যার এবাদত কর। এবং তোমরাও এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি করি এবং আমি এবাদতকারী নই, যার এবাদত তোমরা কর। তোমরা এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে। - (সূরা কাফিরুন)

৫) নিষেধঃ তারা কাফের, যারা বলে যে, মরিময়-তনয় মসীহ-ই আল্লাহ; অথচ মসীহ বলেন, হে বণী-ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, যিনি আমার পালন কর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। - (সুরা মায়েদাঃ ৭২)

৬) কঠোরতাঃ আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম (তাদের ব্যাপারে আলাদা)। - (সুরা বাকারাহঃ ১৯৩)

৭) শত্রুতাঃ যখন তারা তাদের জাতিকে বলল, “নিশ্চিতভাবে আমরা তোমাদের হতে মুক্ত এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যা কিছু উপাসনা কর তা হতে, আমরা তোমাদেরকে অবিশ্বাস করেছি এবং আমাদের এবং তোমাদের মাঝে শুরু হয়েছে অনন্তকালীন শত্রুতা এবং ঘৃণা যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহতেই বিশ্বাস কর।” - (সূরা আল মুমতাহিনাঃ ৪)

৮) তাকফিরঃ বলুন, হে কাফেরকূল, আমি এবাদত করিনা, তোমরা যার এবাদত কর। এবং তোমরাও এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি করি এবং আমি এবাদতকারী নই, যার এবাদত তোমরা কর। তোমরা এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে। - (সূরা কাফিরুন)

আলেমদের বৈশিষ্ট্য

১) তাওহীদ গ্রহণের কথা বলবেন এবং তাগুতকে বর্জন করার কথা বলবেন।

২) বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হবেন।

৩) অনেক শত্রু থাকবে।

৪) সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

৫) বহু সংখ্যক অনুসারী নাও থাকতে পারে।

৬) তাগুত ও তার সমর্থকদের সাথে শত্রুতা থাকবে।

৭) কাফিরদের আজাব দেখে দুঃখিত হবেন না।

৮) মৃত্যুর সময় কোন সম্পদ রেখে যাবেন না।

৯) জিহাদ নিয়ে কথা বলতে ভয় পাবেন না।

১০) কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ছেদ ও মুমিনদের ভালবাসবেন।

১১) আল্লাহ্‌র শত্রুদের ভয় পাবেন না।

১২) সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবেন।

১৩) বিদআতে লিপ্ত হবেন না।

১৪) নিজেকে অন্ধ অনুসরণ করতে নিষেধ করবেন।

১৫) যা বলেন তা নিজে আমল করবেন।

১৬) উপদেশ দেওয়া বা সতর্ক করা ছাড়া শাসকের কাছে যাবেন না।

১৭) স্বীকার করবেন যে তিনি সব কিছু জানেন না।

১৮) ফতোয়া দিতে যথা সম্ভব সাবধান থাকবেন।

১৯) অন্য আলেমকেও সম্মান করবেন ও ভালবাসবেন।

২০) বিনয়ী হবেন অহংকারী ও রুক্ষ হবেন না।

২১) শরীয়ত কায়েমের সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবেন।

দাওয়াতের ক্ষেত্র
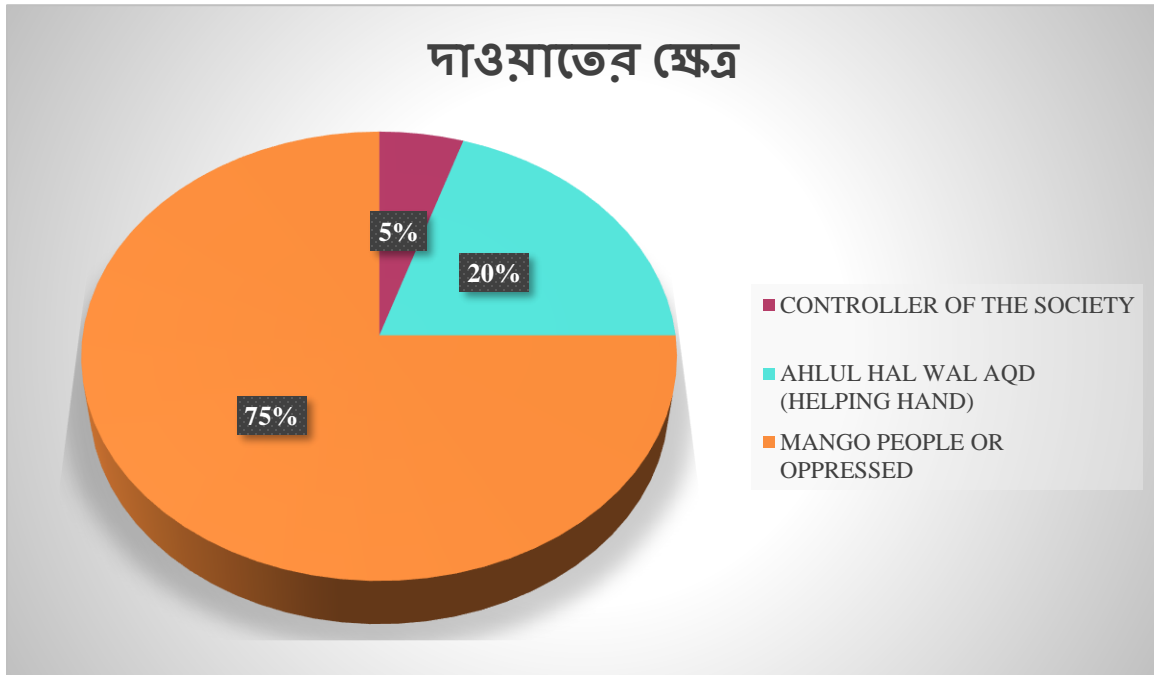
তাওহীদ ও শিরকের প্রকারভেদ

তাওহীদ ৩ প্রকারঃ

১) তাওহীদ আর রুবুবিয়্যাহ

২) তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস সিফাত

৩) তাওহীদ আল-উলুহিয়্যাহ/ইবাদাহ

শিরকের প্রকারভেদঃ

১) দুয়া বা আহবানে শিরক

২) নিয়ত, ইচ্ছা ও সংকল্পে শিরক

৩) আনুগত্যে শিরক

৪) মোহাব্বাতে/ভালবাসায় শিরক

তাগুত

তাগুতের প্রকারভেদঃ

১) শয়তান

২) আল্লাহ্‌র বিধান পরিবর্তনকারী জালিম শাসক

৩) যে ব্যাক্তি আল্লাহ্‌র বিধান বাদ দিয়ে অন্য বিধান অনুযায়ী বিচার করে

৪) যে ব্যাক্তি গায়েবের জ্ঞানের দাবী রাখে

৫) যাকে আল্লাহ্ বাদ দিয়ে ইবাদত করা হয় এবং সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে

*** তাগুতকে অস্বীকার করার আগ পর্যন্ত কেউ ঈমান আনতে পারবে না ***

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। - (সুরা আত তওবা ৩৮-৩৯)

নাওয়াকিদুল ঈমান (ঈমান ভঙ্গের কারণ)

১) শিরক করা

তারা কাফের, যারা বলে যে, মরিময়-তনয় মসীহ-ই আল্লাহ; অথচ মসীহ বলেন, হে বণী-ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, যিনি আমার পালন কর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। - (সুরা মায়েদাঃ ৭২)

২) আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে মাধ্যম স্থাপন করা

জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ এবাদত আল্লাহরই নিমিত্ত। যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের এবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

৩) কাফিরকে কাফির না ভাবা, তার কুফরিতে সন্দেহ করা কিংবা কাফির জান্নাতে যাবে এই ধারণা রাখা

৪) ইসলাম থেকে অন্য জীবন ব্যবস্থাকে উত্তম মনে করা

যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতি গ্রস্ত। - (সূরা আল ইমরানঃ ৮৫)

৫) ইসলামের কোন নিয়ম/আমল/বিধানকে ঘৃণা করা যদিও নিজে আমল করে

৬) ইসলামের কোন বিধানকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করা

আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ, তারা ছিল গোনাহগার। - (সূরা আত তাওবাঃ ৬৫-৬৬)

৭) জাদুটুনা করা

তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফের হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্নবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত। - (সূরা বাকারাহঃ ১০২)

৮) মুসলিমের বিপদে কাফেরকে সাহায্য করা

হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। - (সূরা আল মায়েদাহঃ ৫১)

৯) এটা মনে করা, কেউ এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে তার আর শরীয়ত মানা প্রয়োজন নাই

১০) দ্বীন নিয়ে চিন্তা ভাবনা না করা, ইলম অর্জন না করা, আমল না করা

যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে যালেম আর কে? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব। - (সূরা সেজদাহঃ ২২)

দ্বীন কায়েমের মূলভিত্তি

“আমি আমার রসুলগনকে সুস্পষ্ট নির্দেশ সহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্টা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এ জন্য যে আল্লাহ্ জেনে নিবেন কে না দেখে তাকে এবং তার রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।” - (সূরা হাদিদঃ ২৫)

জাবের বিন আব্দুল্লাহ তার এক হাতে কুরআন এবং এক হাতে তলোয়ার নিয়ে বললেন, “রসূল (সঃ) আমদেরকে এর (কুরআনের) দিকে আহবান করতে বলেছেন এবং যারা এর থেকে বিচ্যুত হয় তাদেরকে এটা (তলোয়ার) দিয়ে ঠিক করতে বলেছেন।” - (বুখারি)
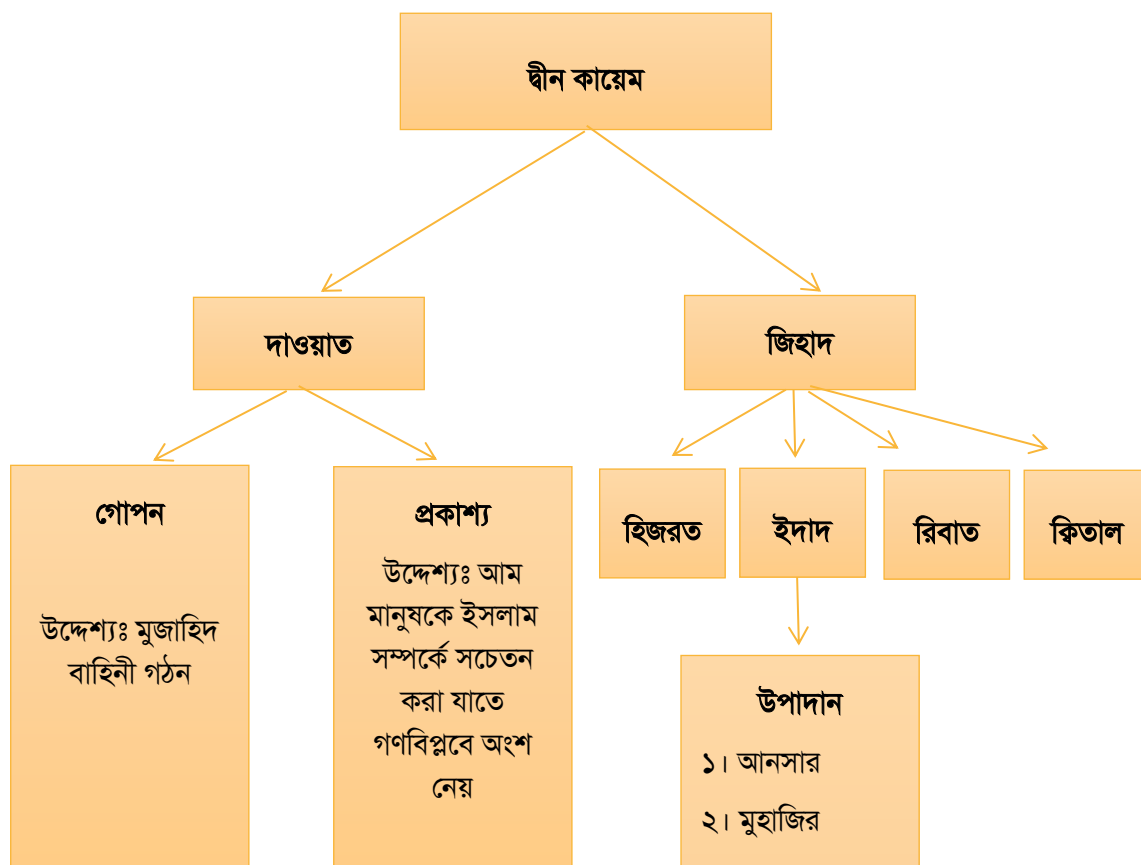
দ্বীন কায়েম
দাওয়াত
জিহাদ
গোপন
উদ্দেশ্যঃ মুজাহিদ বাহিনী গঠন
প্রকাশ্য
উদ্দেশ্যঃ আম মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে সচেতন করা যাতে গণবিপ্লবে অংশ নেয়
হিজরত
ইদাদ
রিবাত
ক্বিতাল
উপাদান
১। আনসার
২। মুহাজির
৩। আমওয়াল
৪। আসলিহা
৫। আলিম
৬। দাঈ
৭। জনগণ
৮। মিডিয়া
টপিক
১। ক্রুসেডারদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে উম্মাহকে সচেতন করা।
২। হাকিমিয়া
৩। মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের গুরুত্ব
৪। মুসলিম ভূমি সমূহের একতার গুরুত্ব
১। ক্রুসেডারদের আগ্রাসন + মুসলিম ভূমি
২। ক্রুসেডারদের আগ্রাসন - মুসলিম ভূমি
৩। জালিম শাসকের ভূমি
৪। কাফিরদের ভূমি

জিহাদ কবুলের শর্ত

১। ইখলাস

২। আমিরের আনুগত্য

৩। নিজের উত্তম/পছন্দের জিনিস দান করা।

৪। ইকরামুল মুসলিমন (মুসলিম ভাইদের সেবাযত্ন)

৫। ফিতনা তৈরি না করা।

উপাদান	গোপন	প্রকাশ্য
লক্ষ্য	গণবিপ্লব ছিনতাই	গণবিপ্লব
কার্যক্রম	সাংগঠনিক	অসাংগঠনিক
দাওয়ার বিষয়	খাস	আম
দাওয়ার ফলাফল	ক্রুসেডার-মুরতাদের সাথে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি	মানুষদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা যাতে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে
পরিচালক	ভবিষ্যৎ মুজাহিদ	জনগণ, আলিম, দ্বাঈ
নিরাপত্তার ঝুঁকি	বেশি, যদি অপারেশন করা হয়	কম, যদি জনগণ পাশে দাড়ায়
বিস্তারিত	বলার সুযোগ থাকে	বলার সুযোগ থাকে না
দাওয়ার উপায়	ব্যাক্তিগত	জামাতবদ্ধ
মনোযোগ দিতে হবে	অধিক মাত্রায় সচেতনতা ও বোধশক্তির উন্নয়ন	সাধারন জনগনের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি যাতে তাদের সক্রিয় ও সংববদ্ধ করে তোলা যায়

গণবিপ্লবের ব্যাপারে আমাদের করণীয়ঃ

১। সমর্থন

২। অংশগ্রহণ

৩। দিক নির্দেশনা

জিহাদ ফরয হওয়ার কারণ

১) যখন আমির ডাক দিবেন ফরজে আইনের জন্য

২) মুসলিম ভুমির প্রতিরক্ষা/যখন কোন মুসলিম ভুমি থেকে শরীয়া আইন তুলে দেওয়া হয় যেখানে আগে শরীয়া আইন ছিল

৩) ফরজে কিফায়াতে যখন শত্রুর সাথে মোকাবিলা হলে

৪) মুসলিম অত্যাচারিত বা বন্দী হলে

জিহাদের কারণসমুহঃ

১) কুফরি শাসন ব্যবস্থার মূল উৎপাটন। (সূরা বাকারাহঃ ১৯৩)

২) জাহান্নামের আগুনের ভয়। (সূরা তওবাঃ ৩৯)

৩) আল্লাহ্‌ভীরু পূর্বসরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ। (সূরা আলে ইমরানঃ ১৪৬)

৪) সূদৃঢ় ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য জানবাজ বাহিনী গঠন।

৫) পৃথিবীর অসহায় মজলুম মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানো।

৬) শাহাদাত ও জান্নাতের সুমহান মর্যাদা লাভের কামনা।

৭) জিহাদ ইজ্জতের রক্ষা কবজ।

৮) ইসলামের ইবাদাতের স্থান সমুহের নিরাপত্তা দেওয়া।

৯) জিহাদ উম্মতের কল্যাণ ও রিজিক অর্জনের পথ।

১০) জিহাদ ইসলামী স্থাপত্তের শীর্ষ চূড়া।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শর্ত

১) ইলম

"জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনার ত্রুটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ, তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।" – (সুরা মুহাম্মদ: ১৯)

২) ইয়াকিন বা নিশ্চিত বিশ্বাস

"প্রকৃত ঈমানদার তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান এনেছে এবং এ ব্যাপারে পরে আর কোন সন্দেহ পোষণ করেনি। তারপর প্রাণ ও অর্থ-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী।" - (সুরা হুজুরাত: ১৫)

৩) ইখলাস বা একনিষ্ঠতা

"তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।" – (সুরা আল বাইয়িনাহ: ৫)

৪) সিদক বা সত্যবাদিতা

"মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে।" – (সুরা আল আনকাবুত: ২-৩)

৫) মুহাব্বাহ বা ভালোবাসা

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী।" - (সুরা তওবা: ২৪)

৬) ইনকিয়াদ বা আত্মসমর্পণ

"অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।" - (সুরা নিসা: ৬৫)

৭) **কবুলিয়াত বা গ্রহণ করে নেওয়া**

“তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত। এবং বলত, আমরা কি এক উম্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব।” - (সুরা আস সাফফাতঃ ৩৫-৩৬)

৮) **ইস্তিকামাত বা অটল থাকা**

“নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন।” – (সুরা হা মীম সেজদাহঃ ৩০)

IN PURSUIT OF ALLAH'S PLEASURE

1) OUR ULTIMATE GOAL

- ALLAH'S PLEASURE

2) OUR AQEEDAH

- QURAN
- SUNNAH
- UNDERSTANDING OF SALAF

3) OUR UNDERSTANDING

- THE UNDERSTANDING OF 1ST 3 GENERATIONS
  1) SAHABI 2) TABEI 3) TABE-TABEI

4) OUR AIM

- BRINGING PEOPLE TO WORSHIP THEIR LORD
- ESTABLISHING A KHILAFATE FOLLOWING THE GUIDINGS OF THE PROPHET(S)

5) OUR PATH

- DAWAH
- ENJOINING GOOD & FORBIDDING EVIL (HISBAH)
- WAGING JIHAD IN THE WAY OF ALLAH
- WORKING WITHIN THE FRAMEWORK OF A JAMAH
- A JAMAH REGULATED BY THE SHARIAH
- A JAMAH DRAWS LESSONS FROM PAST EXPERIENCES

6) OUR PROVISION

- ALLAH, LAST PROPHET(S) & BELIEVERS

7) OUR WAALA (LOYALITY)

- TAGUTH & THEIR FOLLOWERS

9) OUR GATHERING

- HASHOR

8) OUR ADA (ANIMOSITY)

- TAQWAH
- KNOWLEDGE
- YAKIN
- GRATITUDE
- TAWAKKUL
- ENDURANCE
- PREFERRING AKHIRAH